গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.moha.gov.bd

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৫.২৪- ৩৩৮

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব সঞ্জিত কুমার রায়, বিপিএম, পিপিএম, (বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ইতঃপূর্বে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিবি এডমিন এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস, ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ১৯-০৯-২০২৪ তারিখ তাঁকে হেডকোয়ার্টার্স অ্যান্ড এডমিন বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকায় সংযুক্তির আদেশ প্রদান করা হলেও তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে গত ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২০/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব সঞ্জিত কুমার রায় (বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭) সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিবি এডমিন এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস, ডিএমপি, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

02/09/25

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব

নম্বর- ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৫.২৪- ৩৩৬

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জারির অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা/পুলিশ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৭। জনাব সঞ্জিত কুমার রায় (বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭) সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিবি এডমিন এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস, ডিএমপি, ঢাকা।
০৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,সেগুনবাগিচা ,ঢাকা।
০৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১। অফিস কপি।

02/09/25

রোকেয়া পারভীন জুঁই
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.moha.gov.bd

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৯.২৫- ৩৩৫

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মানস কুমার পোদ্দার (বিপি-৭৯০৬১১২৩৭৩), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত ইতঃপূর্বে গত ০১-০৯-২০২৪ তারিখ সংযুক্তিমূলে ডিএমপি সদর দপ্তরে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি ১৮-১০-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত হোয়াটস্অ্যাপ ও স্থানীয় ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করা হলেও এ বিষয়ে তিনি লিখিত বা মৌখিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২৭/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মানস কুমার পোদ্দার (বিপি-৭৯০৬১১২৩৭৩), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৮-১০-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

০২/০৯/২৬

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব

নম্বর- ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৯.২৫- ৬৩৫

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জারির অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা/পুলিশ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৭। জনাব মানস কুমার পোদ্দার (বিপি-৭৯০৬১১২৩৭৩), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত।
০৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,সেগুনবাগিচা ,ঢাকা।
০৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১১। অফিস কপি।

০২/০৯/২৬

রোকেয়া পারভীন জুঁই
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.moha.gov.bd

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৩.২৫- ৩৬৪

তারিখ: ২৫ ভাদ্র ১৪৩৩ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, রংপুর জেলা গত ০৩-০৯-২০২৪ তারিখ রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত আদেশমূলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি গত ০৯-০১-২০২৫ তারিখ ০৬ (ছয়) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের নিমিত্ত কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটি শেষে গত ১৬-০১-২০২৫ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি করেননি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবহিত করেননি। অর্থাৎ তিনি গত ১৬-০১-২০২৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকান্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২১/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদন্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদন্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদন্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, রংপুর জেলা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৬-০১-২০২৫ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

০২/০৯/২৬

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

নম্বর- ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৩.২৫- ৩৩৪

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জারির অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা/পুলিশ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৭। জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, রংপুর জেলা।
০৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,সেগুনবাগিচা ,ঢাকা।
০৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১। অফিস কপি।

০২/০৯/২৬

রোকেয়া পারভীন জুঁই
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা
www.moha.gov.bd

নম্বর-৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০৪০.২৫-৩৬৩

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ / ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে যোগদানের পর গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটিতে অবস্থানকালে অসুস্থ হলে ৩১-০১-২০২৫ তারিখ হতে ২৮ দিন এবং ০১-০৩-২০২৫ তারিখ হতে ০৬ সপ্তাহের (৪২ দিন) বিশ্রাম গ্রহণ করেন। একইসাথে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ছুটির অনুমোদন ব্যতিত পুনরায় ৩০-০৪-২০২৫ তারিখ হতে আরো ০৩ মাসের বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কর্মস্থলে হাজির হওয়ার জন্য তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে হাজির হননি এবং অসুস্থতার কারণে কোনো ছুটির আবেদনও করেননি। অর্থাৎ তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্রাম গ্রহণের আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০৩৮/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

০৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

০৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠা হতে

০৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

০৭। সেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'** গুরুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

02/02/26

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব

নম্বর- ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০৪০.২৪- ৩৩৩

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা/প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
০২। সিনিয়র সচিব/সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন/বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
০৩। পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি বর্ণিত কর্মকর্তার স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় জারির অনুরোধসহ)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (শৃঙ্খলা/পুলিশ অনুবিভাগ), স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৬। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অবগতির জন্য)।
০৭। জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী।
০৮। চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ,সেগুনবাগিচা ,ঢাকা।
০৯। উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১০। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১১। অফিস কপি।

02/02/26

রোকেয়া পারভীন জুই
উপসচিব